ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে ইসলাম

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)
কামিল (হাদীস ও ফিক্‌হ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (অলস্ট্যাণ্ড)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্ষ্ট ক্লাস), পিএইচ.ডি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
মুহাদ্দিস-মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার
www.ahsanpublication.com

প্রাক কথন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ. لَا نِدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نَظِيْرَ لَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ. هُوَ الْجَبَّارُ الْقَهَّارُ. اَلْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ. رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ وَنَصَحَ الْاُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ. اَلَّذِىْ خُتِمَ بِهِ قَصْرُ النُّبُوَّةِ وَوَصَفَهُ اللّٰهُ بِالرِّسَالَةِ وَزَكّٰى عَقْلَهُ وَقَلْبَهُ وَلِسَانَهُ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ اَجْمَعِيْنَ.

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বড়ই দুর্বল প্রকৃতির। লোভ, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষকে আরো দুর্বল করে তুলেছে।

বর্তমান সমাজে নৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের সংখ্যাই বেশী। এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা দিন-দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতবস্থায় এ সংকট উত্তরণে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন সুস্থ মানসিকতার অধিকারী উত্তম চরিত্রের ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের বিকল্প নেই।

ভালো কিছু মানুষের সমন্বয়েই গড়ে উঠে একটি ভালো পরিবার। একটি পরিবারে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সকলের অংশগ্রহণ সমান। পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও দায়িত্বশীল আচরণই উত্তম পরিবার গঠনের নিয়ামক।

একটি আদর্শ পরিবারে পারস্পরিক অবহেলা, জুলুম, উপেক্ষা, অধিকার হরণ ও সম্মানহানীর প্রবণতা থাকবে না। বরং সকলে– "এক দেহ, এক প্রাণ" –এ

বোধ নিয়েই পরিবারে অবস্থান করবে। আর এটা তখনি সম্ভব, যখন পরিবারের সকল সদস্য ইসলামের অনুশাসন পালনে সমানভাবে এগিয়ে আসবে।

এ জাতীয় পরিবারকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতেও একত্রিত করবেন। তিনি বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

'আর যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানেরা ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে (জান্নাতে) তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে একত্রিত করে দেব।' (সূরা আত তূর-২১)।

বইটিতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও অনুসঙ্গ কুরআন-হাদীছের আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীছ নম্বর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ছাপাখানার কিতাবের অনুসরণ করা হয় নি। তাই ছাপাখানার ভিন্নতার কারণে হাদীছের উদ্ধৃতিতে প্রদত্ত নম্বরে হেরফের হতে পারে।

আমার অযোগ্যতা বা অসতর্কতার কারণে বইটিতে কোন ধরনের ভুল বা অসঙ্গতি কারো চোখে পড়লে আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানীয় উস্তাজ, ধামতী আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক হেড মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করীম হাফিঃ কে। যার দু'আ ও নির্দেশনা আমার পথ চলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয়। মাগফিরাত কামনা করছি আমার মরহুম আব্বাজান মোঃ আব্দুল হাকিম ও মরহুম মামা মাওঃ আব্দুল আলীম আশ্রাফী সাহেবের জন্য। যাঁরা আমাকে দ্বীনের পথে চলতে শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র খেদমাতকে আখেরাতের নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন॥

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উত্তম সন্তান লাভের উপায় ॥ ১৩

ভালো মা-ই ভালো সন্তান উপহার দিতে পারে ॥ ১৭

সন্তানের জন্য দু'আ করা ॥ ১৭

গর্ভবতী মায়ের উত্তম পরিচর্যা করা ॥ ১৯

গর্ভবতী মায়ের পর্দার ব্যাপারে অধিক সতর্ক হওয়া ॥ ২০

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া ॥ ২১

নবজাতককে তাহ্নীক করানো ॥ ২২

সন্তান জন্মের পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ॥ ২৩

জন্মের পর সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম রাখা ॥ ২৪

জন্মের পর ৭ম দিনে আকীকা করা ॥ ২৬

জন্মের পর ৭ম দিন চুল কাটা এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সাদাকাহ্ করা ॥ ২৯

সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ॥ ৩০

সন্তানদেরকে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া ॥ ৩২

ছেলে সন্তানের খৎনার ব্যবস্থা করা ॥ ৩৪

মেয়ে শিশুর লালন-পালনে বিশেষ যত্ন নেয়া ॥ ৩৫

মাঝে মধ্যে সন্তানদের নসিহত করা ॥ ৩৯

ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলা-মেশায় সতর্ক থাকা ॥ ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ॥ ৪২

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে বিবাহের বিধি-বিধান ॥ ৫৯

বিবাহ্ করার গুরুত্ব ॥ ৫৯

বিবাহের হুকুম ॥ ৬১

বিবাহের রুকন ॥ ৬২
বিবাহের শর্ত ॥ ৬২
যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তারা কি শুধু ১৪ জন? ॥ ৬৬
বিবাহের বয়স ॥ ৭২
বিবাহে কুফু'র গুরুত্ব ॥ ৭৩
কোন ধরনের ছেলে-মেয়ে বিবাহের পাত্র-পাত্রী হিসেবে উত্তম ॥ ৭৪
বিয়ের পূর্বে কনে দেখার গুরুত্ব ॥ ৭৮
'ওয়ালিমা' অনুষ্ঠানের ইসলামী শিষ্টাচার ॥ ৮১
বিবাহে 'উকিল'-এর দায়িত্ব কী? ॥ ৮৪
হলুদ অনুষ্ঠানের শরঈ বিধান ॥ ৮৪
"যৌতুক"- সর্বদাই পরিত্যাজ্য ॥ ৮৫
ছেলে মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতা-মাতার দায়িত্ব ॥ ৮৬
নব দম্পত্তির জন্য দু'আ করা ॥ ৮৮
বাসর ঘরে নফল নামায পড়ার নিয়ম ॥ ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ॥ ৯০

মোহর পরিশোধ করা ॥ ৯০
মোহরের পরিমাণ কত? ॥ ৯২
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা ॥ ৯৫
স্ত্রীর জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ॥ ৯৬
স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা ॥ ৯৭
বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা ॥ ৯৮
স্ত্রীর সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করা ॥ ৯৯
স্ত্রীকে গালিগালাজ ও প্রহার না করা ॥ ১০১
স্ত্রী কখনো রেগে গেলে স্বামীর ধৈর্যধারণ করা ॥ ১০২
একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা বিধান করা ॥ ১০৩

স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা ॥ ১০৫
স্ত্রীর জন্য মাঝে মাঝে বিনোদনের ব্যবস্থা করা ॥ ১০৫
স্ত্রীকে অহেতুক সন্দেহ না করা ॥ ১০৬
স্ত্রীকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা ॥ ১০৭
স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখলে তাকে সংশোধন করা ॥ ১০৮
স্ত্রীর জৈবিক চাহিদার মূল্যায়ন করা ॥ ১১০
স্ত্রীকে পর্দায় রাখা ও স্ত্রীর নিকট পর্দা প্রথার সার্বিক গুরুত্ব তুলে ধরা ॥ ১১১
স্ত্রীকে হাত খরচ দেয়া ॥ ১২৩
স্ত্রীকে প্রয়োজনে খুলা'র অধিকার দেয়া ॥ ১২৪
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় স্ত্রীর পরামর্শ নেয়া ॥ ১২৬

পঞ্চম অধ্যায়

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ॥ ১২৭

স্বামীর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা ॥ ১২৭
স্বামীর আনুগত্য করা ॥ ১২৭
স্বীয় সতীত্বের হেফাযত করা ॥ ১২৮
স্বামীর সাথে সর্বদা হাসি-খুশী থাকা ॥ ১২৯
স্বামীর ঘর ও সন্তানের হেফাযত করা ॥ ১৩০
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে গৃহে প্রবেশ করতে না দেয়া ॥ ১৩০
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখা ॥ ১৩০
স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ॥ ১৩০
স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ॥ ১৩১
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ খরচ না করা ॥ ১৩২
অন্যের কাছে স্বামীর দোষ চর্চা না করা ॥ ১৩৩
স্বামীর স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেয়া ॥ ১৩৪
স্বামী রেগে গেলে ধৈর্যধারণ করা ॥ ১৩৫
স্বামীর মনতুষ্টির জন্য সেজে গুজে থাকা ॥ ১৩৬

স্বামীর সামর্থের বাহিরে কিছু দাবী না করা ॥ ১৩৭
স্বামীর সাথে জেদ করে জিতে যাওয়ার মানসিকতা পরিহার করা ॥ ১৩৮
স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ যত্ন নেয়া ॥ ১৩৮
স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করা ॥ ১৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ ॥ ১৪১

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার গুরুত্ব ॥ ১৪১
উত্তরাধিকার প্রদান করা ॥ ১৪৫
যোগাযোগ রক্ষা করা ॥ ১৪৬
ভালো আচরণ করা ॥ ১৪৬
অভাবগ্রস্ত হলে সহযোগিতা করা ॥ ১৪৬
মেহমানদারী করা ॥ ১৪৮
মেহমানদারির আদবসমূহ ॥ ১৫১
মেহমানের করণীয় কাজসমূহ ॥ ১৫৩
অসুস্থ হলে সেবা করা ॥ ১৫৫
রোগী দেখা ও রোগীর সেবা করার ফজিলত ॥ ১৫৬
রোগী দেখার শিষ্টাচারিতা ॥ ১৫৮
আত্মীয়দের বিপদ-মুসিবতে সাহায্য সহযোগিতা করা ॥ ১৬২
আত্মীয়-স্বজনের সন্তানদের লেখাপড়া, চারিত্রিক ও বৈষয়িক বিষয়ের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে সতর্ক করা ॥ ১৬৩

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে তালাকের বিধি-বিধান ॥ ১৬৪

তালাক সর্ব নিকৃষ্ট হালাল ॥ ১৬৪
তালাক শয়তানের নিকট খুবই প্রিয় বস্তু ॥ ১৬৬
বিনা প্রয়োজনে তালাক দেয়া মস্তবড় গুনাহ ॥ ১৬৭

প্রথম অধ্যায়

উত্তম সন্তান লাভের উপায়

সকল পিতা-মাতাই ভালো সন্তানের আশা করে। কিন্তু সকলে ভালো সন্তান পায় না। সন্তানেরা ভালোভাবে বেড়ে না উঠার জন্য শুধু তারাই দায়ী নয়। বরং পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের কিছু দায়ভার রয়েছে। যে সন্তানটি আজকে সমাজের চোখে ভাল নয়– সে কিন্তু খারাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি।

দেশের সকল মানুষই কারো না কারো সন্তান বটে। যত মানুষ চুরি, ডাকাতি, মদপান, রাহাজানি ও ছিনতাই করে, তাদের একজনও জন্মগতভাবে চোর-ডাকাত বা মদপানকারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেনি। বরং সবাই নিষ্পাপ অবস্থায়ই পৃথিবীতে এসেছিল। এখন প্রশ্ন হলো– তারা খারাপ হলো কেন? এর উত্তরে বলা যায়– পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরকে যেভাবে গড়ে তোলা দরকার ছিলো, হয়ত সেভাবে গড়ে তুলতে পারে নি। আর এটা একেবারেই স্বাভাবিক যে, যথাযথ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ না পেলে কোন জিনিসই ভালোভাবে বেড়ে উঠে না। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে–

إِنَّكَ لَا تَجْنِيْ مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبَ.

'নিশ্চয়ই তুমি কাঁটাযুক্ত গাছ থেকে আঙ্গুর ফল আশা করতে পার না।'

আরো একটি আরবী প্রবাদ রয়েছে- كَمَا تَدِيْنُ تَدَانُ

'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

সুতরাং ভালো সন্তান পেতে চাইলে পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পিতা-মাতাকেই তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা উচিৎ। কেননা সন্তান পিতা-মাতার হাতেই বেড়ে উঠে। পিতা-মাতা হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষক। তারা যেমন হয় সন্তানও তেমন হয়। ব্যতিক্রম হয়, তবে খুবই কম। সন্তানকে ভালো বা মন্দ হিসেবে গড়ে তোলার উপর ভিত্তি করে আখেরাতে পিতা-মাতাকে পুরস্কার বা তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হবে।

সন্তান কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হলে, কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে পিতা-মাতার মাথায় কিয়ামতের দিন নূরের তাজ পরিধান করানো হবে।

মু'আজ ইবনু আনাছ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ.

'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতার মাথায় এমন একটি টুপি পরিধান করানো হবে, যার উজ্জ্বলতা হবে সূর্যের চেয়েও বেশি।'[১]

সন্তান নেক আমল করলে পিতা-মাতাকে নূরের টুপি পরিধান করানো হবে, কেননা সন্তান নেক বখ্‌ত হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই পিতা-মাতার ভূমিকা রয়েছে। তাই তারা পুরস্কৃত হবেন। ঠিক তার বিপরীতে সন্তান খারাপ হওয়ার জন্যও রাসূল (সা.) পিতা-মাতাকেই দায়ী করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ.

'প্রত্যেকটি মানব শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায় এবং অগ্নীপূজক বানায়।'[২]

অর্থাৎ- কোন মানব শিশুই ইয়াহুদী, খৃষ্টান বা কাফের-মুশরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। বরং তারা দ্বীনে হক গ্রহণ করার মত ক্বলব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। বাস্তবে আমরাও দেখি পিতা-মাতা নামাযী হলে ছোট্ট শিশুটিও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি মূর্তি পূজা করে সন্তানও তা-ই করতে থাকে, পিতা-মাতা নাটক-সিনেমা দেখলে ছোট্ট শিশুটিও তাদের সাথে তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

---

১. আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-১৪৫৩, আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-১৫৬৪৫

২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৫৯৯, মুসলিম, আস সহীহ, হা-২৬৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ অনেক রকমের কর্ম সম্পাদন করে থাকে। নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহ্লীল, দান-সাদাকাহ্ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্সহ আরো হরেক রকমের আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য তালাশ করছে। এ সকল আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য যত তাড়াতাড়ি অর্জন করা যায়, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে আরো অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। রাঈসুল মুফাসসিরগণ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন–

اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ عَمَلًا اَقْرَبُ اِلَی اللّٰهِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ۔

'আল্লাহ্র অধিকতর নৈকট্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের চেয়ে উত্তম কোন আমল আছে মর্মে আমার জানা নেই।'[৬১]

একজন সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এতটাই জরুরী যে, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রেখে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন–

رِضَی الرَّبِّ فِیْ رِضَی الْوَالِدَیْنِ وَسَخَطَ الرَّبِّ فِیْ سَخَطِ الْوَالِدَیْنِ۔

'রবের সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। আবার রবের অসন্তুষ্টিও পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।'[৬২]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র জান্নাত লাভ করার অন্যতম নিয়ামক। পবিত্র কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানেই আল্লাহ্র ইবাদাতের কথা উল্লেখ করার পরপরই পিতা-মাতার প্রতি ইহ্সান করার আদেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا۔

---

৬১. আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ্, খণ্ড-৬, পৃ. ৭১১

৬২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৮৯৯